দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৪ JUL 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বিড়ম্বনা ও ভোগান্তি

এবারের এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার্থীরা এখন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ফরম সংগ্রহ করিতেছে। এ সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ঘুম হারাম হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে নানামাত্রিক বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগ। বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা অধিক ঝক্কি-ঝামেলায় পড়িয়াছেন। কেননা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের আসন অপ্রতুলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। আবার বিজ্ঞানের ভাল ফলাফল লাভকারী তথা জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও অধিক। তাহাছাড়া হালে বিজ্ঞান শিক্ষার যে দৈন্যদশা বিরাজ করিতেছে, তাহাতে অনেকেই উদ্বিগ্ন। অনেক কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিজ্ঞান শিক্ষাকে সেভাবে গুরুত্ব দিতেছে না। এমতাবস্থায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের পদে পদে সমস্যায় পড়িতে হইতেছে। তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া ব্যবসায় বা মানবিক বিভাগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাই উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রতি বাড়তি মনোযোগ দেওয়া জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে উচ্চশিক্ষার স্বরূপ ও আসন নির্ধারণের ব্যাপারে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন আমাদের দেশে কতজন ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, বিজ্ঞানী প্রভৃতি পেশার জনবল লাগিবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট গবেষণা ও পরিসংখ্যান থাকা দরকার। সেই অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আসন হ্রাস বা বৃদ্ধির উদ্যোগ ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোন পরিকল্পনার কথা জানা যায় না। সবচাইতে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহা হইল, পছন্দের বিষয়ে অনেকেই পড়িতে পারিতেছেন না। সাবজেক্ট অনুযায়ী কর্মসংস্থান হইতেছে কমই। এ কারণে কর্মস্থলে তাহার নেতিবাচক প্রভাব পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রেও এই পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। একইভাবে ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত করিতে হইবে। এ ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

সরকারি হিসাব মতে, বর্তমানে দেশে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন রহিয়াছে প্রায় ৮ লক্ষ। আর এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে পাস করিয়াছে ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৭৯ জন। এই দৃষ্টিতে আসন সংকটের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ভাল মানের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার আগ্রহের ফলে সেখানে ভর্তির ক্ষেত্রে চাপ ও প্রত্যাশা বাড়ে। জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বাদে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে ৩৬ হাজার ৮৮৬টি। এই আসনগুলিতে প্রতিযোগিতা হয় অত্যধিক। অথচ সকলের মেধা সমান নহে। এই ব্যাপারে আমাদের কোন সচেতনতাই কাজ করে না। দ্বিতীয়ত অনুমোদিত ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯টি কলেজে স্নাতকে (সম্মান) আসন রহিয়াছে যথাক্রমে প্রায় ২ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫টি। উপরন্তু ১৪৪৭৪টি কলেজের পাসকোর্সে প্রায় ২ লক্ষ আসন বিদ্যমান। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও পাস কোর্সে ভর্তির বিষয়টি অনেকেরই প্রথম পছন্দের তালিকায় থাকে না। সাধারণত এসব প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেটকে অযথা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়।

আরেকটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর অনুসরণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও এককভাবে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও বিক্রয়কৃত ফরমের টাকায় অনিয়মের কারণে এই নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না বলিয়া জানা যায়। যে কারণে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম ক্রয় ও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে গিয়া গলদঘর্ম ও হয়রানির শিকার হইতেছে। ইহাতে তাহাদের ব্যয়ও বাড়িয়া যাইতেছে। দৌড়াদৌড়িতে বাড়িতেছে টেনশন। তাহাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে কোন সমন্বয় নাই। ইহার কারণে অনেক সময় ফরম ক্রয়ই সার হয়, শেষপর্যন্ত যোগাযোগের অসুবিধা হেতু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ আর সম্ভব হয় না। এজন্য সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গুচ্ছভিত্তিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানচর্চার পথ প্রশস্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্য আসন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।